গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.mos.gov.bd

স্মারক নং ১৮.০২৪.০১৪.০০৬.০২০.১২(১)/৩৮ তারিখঃ ২৩ মার্চ ২০২০

বিষয়ঃ একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন (২০০৯ থেকে ২০১৯) **সমূহ অনুসরণ** সংক্রান্ত।

সূত্রঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-২০.০০.০০০০.৮০৩.১৪.০৩৩.১৫.১৮৫ ,তারিখঃ ২৮/১১/২০১৯ ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসনসমূহ (সাধারণ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট) অনুসরণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ননামতে ৬ (ছয়) পাতা।

১৩/৩/২০২০
সালাহউদ্দিন আহাম্মদ
উপসচিব
ফোনঃ-৯৫৪৫৪৮৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসেন টাওয়ার (১২তলা) ১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
২। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম।
৩। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা,বাগেরহাট।
৪। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, শাহবাগ , ঢাকা। ।
৫। চেয়ারম্যান, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, টিসিবি ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৬। মহা-পরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, আল-আমিন মিলিনিয়াম টাওয়ার, লেভেল-৭, ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা।
৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
১০। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, জুলদিয়া চট্টগ্রাম।
১১। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
১২। পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্রগ্রাম।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসনসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

P-5p.m/latter

জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত একনেক সভাসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসনসমূহ:

ক) সাধারণ নির্দেশনাঃ

ক্রঃ নং	সভার তারিখ ও সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	নির্দেশনা/অনুশাসন	জড়িত সংস্থা ও দপ্তর
১.	১৩/০১/২০০৯ ৫.৩	প্রকল্পে ভুমি অধিগ্রহণ যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে। তবে একান্ত প্রয়োজনে সীমিতভাবে ভূমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
২.	০৩/০৩/২০০৯ ৭.৪	বৃহদাকার প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে আইএমইডি কর্তৃক ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ করতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
৩.	১৯/০৩/২০০৯ ৬.৩	প্রকল্পের অধীনে সংগৃহীতব্য যন্ত্রপাতি যত্ন সহকারে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যাতে প্রকল্পের মাধ্যমে Developed system প্রকল্প সমাপ্তির পরও ধরে রাখা যায় বা চলমান রাখা যায়।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
৪.	১৬/০৬/২০০৯ ৬.৩	(১) প্রকল্পের আয়, ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে প্রণয়ন করে ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে। (২) যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনায় টেন্ডার আহবান, কন্ট্রাক্ট সাইন, সমাপ্তি বিষয়ে সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
৫.	১৬/০৬/২০০৯ ১৪.০	(১) উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট হতে হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন ও বাস্তবায়নকাল যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। প্রকল্পের আয়/ব্যয়ের হিসাব, লগ ফ্রেম, ক্রয় পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রণয়নে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (২) একনেক-এ উপস্থাপনকালে ডিপিপি, কার্যপত্র ইত্যাদিতে নির্ভুল তথ্য প্রদান ও বানান-এর বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (৩)এখন থেকে ভবন নির্মাণ প্রকল্পে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সুযোগ রাখতে হবে। (৪) যে সকল স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই সে সকল স্থানে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যবস্থা নিতে হবে। (৫) প্রকল্পের আয়/ব্যয়ের হিসাব, জনবল সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং অন্যান্য অনিষ্পন্ন বিষয়াদি অবশ্যই পিইসি সভায়/পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর পর্যায়ে নিষ্পন্ন কওে প্রকল্প প্রস্তাব একনেক-এ উপস্থাপন করতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
৬.	১৮/০৮/২০০৯ ৭.৬	(১) ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত যাতে অনুমোদিত প্রকল্প ছকের সংস্থানের অতিরিক্ত কোন ব্যয় সম্পাদিত না হয় সে বিষয়টি সকলকে নিশ্চিত করতে হবে। (২) প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরিকল্পনা শৃঙ্খলা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
৭.	০৯/১২/২০০৯ ৭.৪	এখন থেকে একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রেরিতব্য কার্যপত্র ও ডিপিপির প্রতি পাতায় উভয় পাশে প্রিন্ট করতে হবে যাতে কাগজ	সকল সংস্থা ও দপ্তর

		সাশ্রয়সহ কলেবর হ্রাস পায়	
৮.	০২/০৩/২০১০ ১০.৪	এখন হতে সকল সরকারি Procurement এর ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য/সামগ্রী অগ্রাধিকারভিত্তিতে ক্রয় করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মালামাল পাওয়া না গেলে বাইরে থেকে ক্রয় করা যাবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
৯.	১৩/০৪/২০১০ ৯.৪	গুরুত্বপূর্ণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন এমন প্রকল্পের জন্য দ্রুত পরিবেশগত ছাড়পত্র দেয়ার কারণ উল্লেখপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
১০.	০৬/০৭/২০১০ ১০.৩	ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের পূর্বে জমির মালিকানা সম্পর্কে ভালভাবে যাচাই/বাছাই করে নিশ্চিত হতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
১১.	২৭/০৭/২০১০ ৫.৩	(১) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কোন ক্রমেই কৃষি জমি নষ্ট করা যাবে না। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহন করতে হবে। (৩) ১০০ মি. এর বেশি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের পূর্বে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফলজিক্যাল স্টাডি করতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
১২.	০৪/১০/২০১২ ১০.৪	বঙ্গবন্ধু কিংবা তাঁর পরিবারের নামে কোন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' এর অধীন ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
১৩.	১৯/০৬/২০১২	প্রকল্পের অনুমোদন বিবেচনার জন্য প্রকল্প প্রণয়নের যৌক্তিকতা, প্রকল্পের অবস্থান, মানচিত্র, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবি, সংক্ষেপে অঙ্গসমূহ ও ব্যয় বিভাজন, সংশোধনের ক্ষেত্রে সংশোধণের কারণ/কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত আকারে একটি সার-সংক্ষেপ একনেকের সদস্যদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
১৪.	১৯/০১/২০১৪ ৫.৩	সকল প্রকল্পের নাম/শিরোনাম বাংলায় লিখতে হবে। বৈদেশিক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্রাকেটে ইংরেজিতে নাম দেয়া যেতে পারে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
১৫.	১৭/০৬/২০১৪ ৫.৩	জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যতটুকু অধিগ্রহণ না করলেই নয় ঠিক ততটুকু জমি অধিগ্রহণ করতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
১৬.	০১/০৯/২০১৫ ৯.২	(১) প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে কোন প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০.০০ কোটি বা তদুর্ধ্ব হলে পূর্ণকালীন অভিজ্ঞ ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি অবশ্যই পরিপালন করতে হবে। ইতোমধ্যে অনুমোদিত/বাস্তবায়নাধীন এবং ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই অনুশাসন প্রযোজ্য হবে। (২) কারিগরিভাবে জটিল প্রকৃতির প্রকল্পের ক্ষেত্রে উক্ত কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে হবে। এছাড়া বিশেষায়িত কাজে ও প্রকল্পের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
১৭.	২৪/১১/২০১৫ ৫.২	(১) বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণকালে পূর্বে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে এবং পরবর্তীতে নেগোসিয়েশনের সময় লোন মোডালিটি ও অন্যান্য প্রটোকল নির্ধারণ করতে হবে। (২) উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন ক্রয়ের কার্যক্রম সরকারি ক্রয়	সকল সংস্থা ও দপ্তর

		সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে (সিসিজিপি) উপস্থাপনের পূর্বে প্রকল্পসমূহ আবশ্যিকভাবে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।	
১৮.	২৪/১১/২০১৫ ৭.২	ভবিষ্যতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের প্রকল্পে দাপ্তরিক/বাণিজ্যিক/আবাসিক ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের নকশা প্রণয়নকালে বাধ্যতামূলকভাবে জলাধার/পুকুর লেকের সংস্থান রাখতে হবে। প্রতিটি ভবনের ছাদের বৃষ্টির পানি আলাদা ড্রেন করে জলাধার/পুকুর/লেকে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বৃষ্টির পানি ড্রেনের সাথে স্যুয়ারেজ লাইনের যেন কোন সংযোগ না থাকে সে বিষয়ে গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
১৯.	১২/০৭/২০১৬ ৯.২	প্রকল্প অনুমোদনকালে ভবিষ্যতে মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে ব্যয় প্রাক্কলন এবং বাস্তবায়নকালে তা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্প সংশোধনের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত মেয়াদে ও প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ করতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
২০.	১০/১১/২০১৬ ১১.২	(১) ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ধানি জমি যথাসম্ভব বাদ দিয়ে অনাবাদি জমি বা ডুবচর নিতে হবে। (২) ভূমি অধিগ্রহণকালে সর্বশেষ রেজিষ্ট্রেশন দর অনুযায়ী এলাকার জনগণকে ভূমির ন্যায্যমূল্য ও ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
২১.	১০/০১/২০১৭ ১১.২	(১) হাইড্রোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল ও নেভিগেশন সমীক্ষায় নদীর বৈশিষ্ট্য, পানির প্রবাহ, চরের গতিবিধি, ডুবু চরের এরিয়াল ভিউ ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হবে। (২)) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত নদীগুলোর উপর কয়টি ব্রিজ রয়েছে বা কয়টি নির্মাণ করা হচ্ছে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
২২.	০৯/০৮/২০১৭ ১৪.২	উন্নয়ন প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যথা সময়ে তাদের বাড়ি/ঘর করে দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
২৩.	২৯/০৮/২০১৭ ৬.২	স্কুল কলেজ ও হাসপাতাল ভবনের নকশায় টানা বারান্দা থাকতে হবে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
২৪.	০৪/০২/২০১৮ ৬.২	প্রকল্পের কাজের গুণগতমান আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইএমইডি'র পাশাপাশি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় পর্যায়ে নিবিড় মনিটরিং করতে হবে।	মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর,সংস্থা
২৫.	২২/০৫/২০১৮ ৬.২	অনেক প্রকল্পে প্রথমে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি করা হয় এবং এরপর ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। এই প্রবণতা রোধ করার জন্য সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
২৬.	৩০/১০/২০১৮ ২৮.২	দেশীয় পন্য কেনার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
২৭.	২৯/০১/২০১৯ ১১.২	বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিন ফসলী জমি নষ্ট করা যাবে না।	সকল সংস্থা ও দপ্তর

খ) নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সর্ম্পকীত ঃ

ক্রঃ নং	সভার তারিখ ও সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	নির্দেশনা/অনুশাসন	জড়িত সংস্থা ও দপ্তর
১.	২১/০৭/২০০৯ ১১.২	(১) নদী/জলাশয় অবৈধ দখল মুক্ত করতে হবে। (২) শিল্পের বর্জ্য নদীতে না ফেলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (৩) বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও বালু নদীসহ সকল নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে তার পাড়ে ওয়াক্ওয়ে, গার্ডেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ
		এখন থেকে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার সময় জলাশয় নষ্ট করা যাবে না।	সকল সংস্থা ও দপ্তর
২.	০৮/০৯/২০০৯ ৭.৩	(১) নদীর উপরে নির্মিতব্য ব্রীজগুলো যথাযথ উচ্চতায় নির্মাণ করতে হবে যাতে নীচ দিয়ে সহজে নৌকা/ট্রলার চলাচল করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বর্ষাকালের সর্বোচ্চ পানির উচ্চতা বিবেচনা করতে হবে। (২) লঞ্চঘাটসহ রাস্তা ও নদীর পাড়ে ফাঁকা জায়গায় কোন ঘরবাড়ী/দোকনপাট করা যাবে না এবং এ সকল ফাঁকা জায়গায় বাগান করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ
৩.	১৭/০৮/২০১০ ১০.৩	(১) ড্রেজিং এ ঘন্টায় কত মাটি কাটা হলো এবং কত তেল খরচ হলো তা নিরুপণের সঠিক পদ্ধতি বের করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, চট্রগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর, পায়রা বন্দর
৪.	০১/০১/২০১৩ ৬.৩	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সমন্বিতভাবে নদীতে নৌ চ্যানেল নির্ধারণ, ড্রেজিং এর মাধ্যমে চর কাটা, নদী শাসন এবং প্রয়োজনীয় অংশে নদীর চরে গাছ লাগিয়ে জমি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, চট্রগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর, পায়রা বন্দর
৫.	১৩/১১/২০১৩ ১৩.৩	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিকট চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর বাবদ প্রাপ্য প্রায় ৩০০.০০ কোটি টাকা দ্রুত পরিশোধের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিবে।	চট্রগ্রাম বন্দর
৬.	১৭/০৬/২০১৪ ১১.১	ঘাসিয়ার খালসহ অন্যান্য নদী বা খাল হতে খননকৃত মাটি/বালি দেশের চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	বিআইডব্লিউটিএ, চট্রগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর, পায়রা বন্দর
৭.	০৭/০৪/২০১৫ ৫.৪	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ভোলাগঞ্জ ও ছাতক হতে নৌপথে পাথর পরিবহন করার বিষয়টির সম্ভাব্যতা যাচাই করবে।	বিআইডব্লিউটিসি
৮.	১৯/০৫/২০১৫ ১১.২	নদী তীর সংরক্ষণ, নদী ড্রেজিং, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ইত্যাদি কাজ শীতকালে শুষ্ক মৌসুমে করতে হবে। এ বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া প্রকল্প চলাকালীন তদারকী আরো জোরদার করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, চট্রগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, পায়রা বন্দর

৯.	১১/০৮/২০১৫ ৭.২	স্থল বন্দর স্থাপন, উন্নয়ন, মেরামত, সংস্কার ইত্যাদি সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় জমি অধগ্রহণ ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
১০.	১১/০৮/২০১৫ ৯.২	(১) জিও-টেক্সটাইল, বাঁশ ও চাটাই দিয়ে নদীর পাড়ে পকেট তৈরি করতে হবে। ড্রেজিং এ প্রাপ্ত মাটি/বালু বুস্টার পাইপ দিয়ে ঐ পকেটে ফেলতে হবে। পরবর্তীতে তা নদীর তীর সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করতে হবে (২) নৌ-রুটগুলোর চলাচল স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখা এবং নদীর নব্যতার জন্য বছর ভিত্তিক মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং এর সংস্থান রাখতে হবে। (৩) নদীর নাব্যতা স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে নদী সংযোগস্থলে যে খাল বিল রয়েছে তা ড্রেজিং এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, চট্রগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, পায়রা বন্দর
১১.	২৫/০৮/২০১৫ ৫.২	(১) মোংলা-খাসিয়াখালি চ্যানেলের মাধ্যমে নৌ চলাচলের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত চ্যানেলের ড্রেজিংকৃত মাটি দ্বারা প্রকল্পের মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তবে উক্ত চ্যানেল হতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে আহরণযোগ্য মাটি সংগ্রহের পর অতিরিক্ত মাটি প্রয়োজন হলে পশুর নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে অবশিষ্ট মাটি সংগ্রহ করতে হবে। (২) ড্রেজিং, মাটি সংগ্রহ ও ভরাটের বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ বিভাগ সমন্বিত কাজ করবে যার বিবরণ সুনির্দিষ্টভাবে ডিপিপি'তে উল্লেখ থাকতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, মোংলা বন্দর
১২.	১০/০৫/২০১৬ ৯.২	নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর কার্যক্রম পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, চট্রগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, পায়রা বন্দর
১৩.	১৪/০৬/২০১৬ ৫.২	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কে সভাপতি করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে চট্রগ্রামের কর্ণফুলী নদীসহ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দূষণরোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরী করতে হবে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও সমন্বয়ের জন্য সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।	বিআইডব্লিউটিএ, চট্রগ্রাম বন্দর
১৪.	০৪/১০/২০১৬ ৭.২	(১) সীমান্তবর্তী নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধিতে ড্রেজিং করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহহণ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে ম্যাপিং করে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং সে মোতাবেক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক নির্দিষ্ট জায়গায় ড্রেজিং- এর মাধ্যমে বালু উত্তোলনের লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) ড্রেজিং-এর ফলে প্রাপ্ত বালি দ্বারা হলোব্লক তৈরী করার বিষয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	বিআইডব্লিউটিএ, চট্রগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, পায়রা বন্দর
১৫.	২৩/০৮/২০১৬ ৭.২	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা পরিবহনের সুবিধার্থে মেঘনা নদীর সন্দ্বীপ চ্যানেলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং করতে হবে। নৌ-	বিআইডব্লিউটিএ

		পরিবহন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
১৬.	১৬/০১/২০১৮ ৭.২	ড্রেজিং কার্যক্রম অধিক স্বচ্ছতার সাথে এবং নিবিড় মনিটরিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। সরেজমিনে পরিদর্শন করে ড্রেজিং পরবর্তী ফলাফলের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরগুলোতে প্রেরণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, পায়রা বন্দর
১৭.	২৭/০২/২০১৯ ১০.২	(১) চিংড়ি চাষসহ বিভিন্ন কারণে যে সকল খালের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে সে সকল খালের মুখ খুলে দেয়ার জন্য নৌ-পরিবহন/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বিআইডব্লিউটিএ
		(২) বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ তাদের আয়কৃত অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ প্রয়োজনে অপারাপর বন্দরের উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় করবে।	চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, পায়রা বন্দর, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

২/৩/২০২০
সালাহউদ্দিন আহাম্মদ
উপসচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার